২০-০১-১৮ প্রাত: মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - একমাত্র মনমনাভব মহামন্ত্র দ্বারা তোমরা বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন হও, এই মন্ত্রই হল সর্ব পাপ হরণকারী।"

প্রশ্ন:- সমস্ত জ্ঞানের সার কি, মন্মনাভবে থাকার লক্ষণ কি ?

উত্তর :- সমস্ত জ্ঞানের সার এটাই যে এখন আমাদের ঘরে ফিরতে হবে । এ হল ছিঃ ছিঃ দুনিয়া, এটা ছেড়ে আমাদের গৃহে ফিরে যেতে হবে। যদি এটা মনে থাকে তাহলেও মনমনাভব হল। মনমনভাব থাকা বাচ্চারা সব সময় জ্ঞানের বিচার সাগর মন্থন করতেই থাকবে। তারা বাবার সাথে মিষ্টি-মিষ্টি অতীন্দ্রিয় বার্তালাপ করতে থাকবে।

প্রশ্ন : - কেমন অভ্যাসের বশীভূত আত্মারা পিতার স্মরণে থাকতে পারেনা ?

উত্তর :- যদি কারো নোংরা ছবি দেখার, নোংরা খবর পড়ার অভ্যাস হয়ে যায় তাহলে বাবার স্মরণে থাকতে পারবে না। সিনেমা হল নরকের দ্বার, যা মানুষের শুভ বৃত্তি নষ্ট করে দেয় । .

ওম্ শান্তি। অলৌকিক পিতা বসে আলৌকিক বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন। তাদেরই বোঝাতে হয়, যাদের বোধ শক্তি কম থাকে। কিন্তু তোমরা এখন বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে গেছো, তোমরা বোঝো যে বেহদের বাবাও আছেন, বেহদের শিক্ষাও দেন। সৃষ্টির আদি, মধ্য ও অন্তের রহস্য বোঝান। স্টুডেন্টদের বুদ্ধিতে জ্ঞান থাকা দরকার, পিতা সঙ্গে করে অবশ্যই নিয়ে যাবেন। কেননা তিনি জানেন এটা হল ছিঃ ছিঃ দুনিয়া । এই পুরানো দুনিয়া থেকে আমি বাচ্চাদের ঘরে নিয়ে যেতে এসেছি। বাবা বোঝান এখানে বসে বসে বাচ্চারা মনে মনে ভাবে আহা ! ইনি আমাদের বেহদের পিতাও এবং উচ্চ শিক্ষাও দেন তিনি । সমস্ত সৃষ্টির আদি, মধ্য ও অন্তের রহস্যও বোঝান। এই কথা গুলি মনে রাখাই হল মনমনাভব। এগুলোও তোমাদের চার্ট থাকতে পারে। এটা খুব সহজও। আর কিছু করো বা নাই করো উঠতে-বসতে চলতে-ফিরতে যেন স্মরণ বুদ্ধিতে থাকে। ওয়ান্ডারফুল জিনিসকে মনে রাখতে হয়। তোমরা বোঝো, বাবাকে স্মরণ করলে, লেখা -পড়া করলে তোমরা বিশ্বের মালিক হও ।এটা সবসময় যেন বুদ্ধিতে থাকে। ট্রেনে বাসে যেখানেই থাকো বুদ্ধিতে যেন স্মরণ থাকে। সবার প্রথম তো বাচ্চারা পিতাকেই চায়। তোমরা জানো আমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের বেহদের অলৌকিক পিতা আছেন। সহজে স্মরণ করার জন্য বাবা উপায় বলে দিচ্ছেন। আমাকেই স্মরণ করো তাহলে অর্ধেক কল্পের তোমার সমস্ত বিকর্মের বিনাশ হয়ে যাবে।যোগাগ্নিতে সব কিছু ভস্ম হয়ে যাবে। জন্ম -জন্মান্তর ধরে অনেক যজ্ঞ ,জপ-তপ ইত্যাদি করেছো। ভক্তি মার্গের লোকেরা জানেই না এসব কেন করে। এতে কি প্রাপ্তি হবে। মন্দিরে যায়, এতো ভক্তি করে, ভাবে যে এই সব পরম্পরায় চলে আসছে। শাস্ত্রের বিষয়েও বলে পরম্পরায় চলে আসছে। কিন্তু মানুষেরা জানেই না যে স্বর্গে শাস্ত্রাদি হয় না। তারা ভাবে সৃষ্টির প্রথম থকেই এগুলো চলে আসছে। না এটা কাউকে বলতে পারবে না যে বেহদের পিতা কে ? এখানে লৌকিক পিতা বা শিক্ষক নেই। লৌকিক শিক্ষকের কাছে তোমরা সবাই পড়েছো। সেই পড়াশুনো করেই তোমরা চাকরি-বাকরি করো, রোজগারপাতি করো। বাচ্চারা তোমরা জানো আমাদের এই বেহদের পিতার কোনো পিতা নেই এবং উনি বেহদের শিক্ষকও। ওঁনার কোনো শিক্ষক নেই। এই দেবতাদের কে পড়িয়েছিল এটা তো অবশ্যই মনে আসতে

হবে। এটাও মনমনাভব। এই পড়া তো অন্য কোথাও পড়েনি। বাবা স্বয়ং হলেন নলেজফুল। এঁনাকেও কেউ পড়িয়েছে নাকি ? মানুষ সৃষ্টির উনি বীজরূপ এবং চৈতন্যরূপও। উনি জ্ঞানের সাগর। উনি চৈতন্য স্বরূপ তাই মানুষ সৃষ্টিরূপী বৃক্ষের আদি থেকে অন্তের সমস্ত রহস্য শোনান। অন্তে এসে আদির জ্ঞান শোনান এবং বলেন, বাচ্চারা আমি এখন যে শরীরে বিরাজমান রয়েছি, এর দ্বারাই আমি আদি থেকে অন্তের সব কিছু শোনাই। শেষের বিষয়ে তোপরে বলবো। তোমরা পরে বুঝতে পারবে যে এখন হল সব কিছুর শেষ সময়। কেননা সেই সময় তোমরা কর্মাতীত অবস্থায় পৌঁছে যাবে এবং বাকীরাও দেখবে যে এই পুরানো ছিঃ দুনিয়ার বিনাশ তো হবেই। এটা কোনো নতুন কথা নয়। অনেক বার দেখা হয়েছে এবং অনেক বার দেখতেই থাকবে। কল্পের আগে রাজ্য প্রাপ্ত করেছিলে, তারপর তা বেহাত হয়ে গেছিলো এবং এখন আবার প্রাপ্ত হতে যাচ্ছে। বাবা আমাদের পড়াচ্ছেন। তোমরা বুঝতে পারছ আগে আমরা বিশ্বের মালিক ছিলাম, ৮৪ জন্ম নেবার পর আবার বাবা বিশ্বের মালিক বানানোর জন্য সেই জ্ঞানই দিচ্ছেন। তোমরা অন্তরে অনুভব করো বাবা শিক্ষকও। যদি বাবাকে মনে না থাকে তাহলে শিক্ষককেই মনে রেখো। শিক্ষককে কি কেউ ভুলতে পারে ? শিক্ষকের কাছে তো পড়াশুনো করতেই থাকো । অবশ্য মায়া ভুল করায়, তোমরা বুঝতে পারো না। মায়া চোখে একদম ধুলো দিয়ে দেয়। আমাদেরকে যে ঈশ্বর পড়ান, এটা একদম ভুলে যায়। পিতা সব বুঝিয়ে বলেন। এটা হল বেহদের বোঝানো। ওটা হল লৌকিক বোঝানো । এই বেহদের জ্ঞান বাবা প্রতি কল্পেই তোমাদের দেন। ঠিক আছে যদি পড়াশুনো বেশি না করতে পারো তাহলে বাবার রূপ দ্বারা স্মরণ করো । ওঁনার তো কোনো পিতা নেই, উনিই হলেন সকলের পিতা । কিন্তু সকলে তাঁরই সন্তান । কেউ কি বলতে পারবে, শিববাবা কার সন্তান ? উনি হলেন বেহদের পিতা । বাচ্চারা বোঝে আমরা বেহদের পিতার সৃষ্টি । আমাদের এই পড়াশুনোও চমৎকার এবং আমরা ব্রহ্মণেরাই পড়ি । দেবতা বা ক্ষেত্রেই, বৈশ্য, শূদ্র ইত্যাদি এই পড়াশুনো করতে পারে না । পিতার এই জ্ঞান অদ্বিতীয় । তোমরা ছাড়া আর কেউই বুঝতে পারে না । বাচ্চারা তোমাদের খুশির পারদ চড়তে থাকে। কেননা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধানে পরিবর্তিত হও । এখন উঁচু পদ পাওয়ার জন্য অনেক পুরুষার্থ করতে হবে । এমন নয় যে সকলেই স্বর্গে যাবে । যদি জ্ঞান ও যোগের ধারণা না থাকে তাহলে উঁচু পদ পাবে না ।

বাবা বলেন ১৬ কলা সম্পূর্ণ হতে হলে অনেক বেশি স্মরণের পরিশ্রম করতে হয় । খেয়াল রাখবে যেন কাউকে দুঃখ না দেওয়া হয় । আমরা সুখদাতার সন্তান, সবাইকে সুখ দিতে বদ্ধপরিকর। মন, বচন ও কর্মের দ্বারা কাউকে দুঃখ দেওয়া যাবে না। এই সময় তোমরা এই পাঠ পড়ে ফুলের মতন হও। এই উপার্জনই তোমাদের সাথে যাবে, কোনো বই ইত্যাদি পড়বার দরকার নেই। লৌকিক পড়াতে অনেক পুস্তকাদি পড়তে হয়। বাবার এই জ্ঞান সব থেকে আলাদা এবং সব থেকে সহজ। কিন্তু সব থেকে গুপ্ত । তোমরা ছাড়া কেউ জানেনা কি পড়াশুনো হয়। ওয়ান্ডারফুল পড়াশুনো। বাবা বলেন কখনো অ্যাবসেন্ট হবে না। পড়াশুনো কখনো ছাড়বে না। বাবার কাছে সকলেরই রেজিস্টার আসে। এর দ্বারাই বাবা জানতে পারেন কে ১০ মাস অনুপস্থিত আর কে ৬ মাস। কেউ কেউ তো মাঝ পথেই পড়া ছেড়ে দেয়। এটা খুব ওয়ান্ডারফুল ব্যাপার । বাবা বলেন কখনোই এবসেন্ট হবে না। এরকম ওয়ান্ডারফুল ব্যাপার আর হয়ই না। প্রতি কল্পে বাবা এসে তোমাদের সঙ্গে মিলিত হন। তোমরা জানো এই সাকার বাবা পুনর্জন্মের দ্বারা আসেন। যিনি ৮৪ চক্র পরিক্রমণ করেন, ততত্বম্ (যেই রূপ তোমরা করো) । এটা তো হল খেলা। খেলা কেউ ভোলে না। খেলা সবসময় মনে থাকে।

বাবা বোঝান এমনিতেই তো এই দুনিয়া নরক, তার মধ্যে বিশেষ করে এই সিনেমা আরও নরক। ওখানে গেলে বৃত্তি একদম খারাপ হয়ে যায়। খবরের কাগজেও সুন্দর সুন্দর ছবি দেখেও অনেকের বুদ্ধি সেদিকে যায় - মনে এই বিচার চলতে থাকে, ইনি খুব সুন্দর, পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য। এইসব দেখার দরকারটাই বা কি ? বুদ্ধির দ্বারা বুঝতে হবে, এই দুনিয়া বিনষ্ট হয়ে যাবে। তোমরা কেবল আমাকেই স্মরণ কারো। এইধরণের জিনিস না দেখবে না এর বিষয়ে ভাববে। এই সব তো পুরানো দুনিয়ার ছিঃ ছিঃ শরীর, এসবের দিকে তাকাবার দরকারই বা কি ?

একমাত্র বাবাকেই দেখতে হবে । বাবা বলেন মিষ্টি বাচ্চারা, লক্ষ্য অনেক উঁচু । মায়াও কোনো অংশে কম নয় । মায়ার জৌলুস কত দেখো । ওদিকে আছে সায়েন্স এবং এদিকে সাইলেন্স । ওরা চায় মুক্তি লাভ করতে, আর এখানে তোমাদের এইম অবজেক্ট হলো জীবনমুক্তি পাওয়া । জীবনমুক্তি পাওয়ার রাস্তা কেউ বলতে পারে না । সন্ন্যাসী ইত্যাদি কেউই এই জ্ঞান দিতে পারে না । তারা কাউকে বোঝাতে পারে না যে গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে পবিত্র হতে হবে । এইকথা এক বাবাই বোঝান । ভক্তি মার্গে কেবল সময়ের অপচয়ই হয়েছে । কত কত ভুল হতে থাকে । ভুল করতে করতে ভোলা হয়ে গেছে । এই শেষের জন্ম ১০০ শতাংশ ভুলে ভরা । একটুও বুদ্ধি কাজ করেনা । এখন বাবা তোমাদেরকে বোঝান, তখন তোমরা বুঝতে পারো ।এখন তোমরা সবাই বুঝে গেছো, তাই অন্যদের বোঝাও । খুশির পারদ চড়তে থাকে । এটা আশ্চর্যের না! এই বাবার কোনো বাবা নেই, শিক্ষক নেই! তাহলে শিখলেন কোথা থেকে ? লোকে অবাক হবে । অনেকে ভাবে নিশ্চয় এদের কোনো গুরু আছেন । যদি এটাও গুরুর থেকে শেখা হয় তাহলে সেই গুরুর আরো অনেক শিষ্য থাকা উচিত । কেবল একটি মাত্র শিষ্য নিশ্চয় হবে না । গুরুদের তো অনেক শিষ্য হয় । আগা খাঁর দেখো কত শিষ্য । তাদের দেখো গুরুর প্রতি কতো শ্রদ্ধা-ভক্তি থাকে । গুরুকে তারা হিরে দিয়ে ওজন করে । তোমরা কি দিয়ে ওজন করবে ? ইনি তো সবথেকে সুপ্রিম! এঁনার ওজন কত হবে ? তোমরা কি করবে, ওজন করলে কত হবে? কোন জিনিসের দ্বারা ওজন হতে পারে ? শিববাবা তো বিন্দু । আজকাল খুব ওজন করা হয় । কেউ সোনা দিয়ে, কেউ রুপো দিয়ে আবার কেউ প্লাটিনাম দিয়েও করে, যা সোনার থেকেও দামি। এবার পিতা বোঝাচ্ছেন সে সব শরীরধারী গুরু তোমাদের তো সদগতি দিতে পারে না । সদগতি প্রদানকারী পিতা তো একজনই, তাকে কি দিয়ে ওজন করবে ? মানুষ কেবল ভগবান-ভগবান করতে থাকে । কিন্তু জানেনা ,তিনি পিতাও, শিক্ষকও । কেমন সাধারণ ভাবে মতন বসে আছেন! বাচ্চাদের মুখ দেখার সুবিধার জন্য একটু উঁচুতে বসেন । সহযোগী বাচ্চারা ছাড়া আমি কি করে স্বর্গের স্থাপনা করতে পারি! যারা বেশি সহযোগী তাদের বাবা নিশ্চয়ই ভালোবাসবেন । লৌকিক দুনিয়াতেও এক ছেলে ২ হাজার রোজগার করে আর একজন ১ হাজার । পিতার ভালোবাসা কার উপর বেশি হবে ? কিন্তু আজকাল ছেলেরা পিতাকে পাত্তা দেয় কোথায় ? বেহদের পিতাও দেখেন অমুক-অমুক বাচ্চারা খুব সাহায্য করে । বাচ্চাদের দেখে-দেখে বাবাও আনন্দিত হন। আত্মা খুশি হয় । প্রতি কল্পেই আসি আর বাচ্চাদের দেখে খুব খুশি হই। জানি প্রতি কল্পেই এরা আমাকে সাহায্য করে । বাবার এই ভালোবাসা প্রতি কল্পেই পাওয়া যায় । যেখানেই থাকো বুদ্ধির দ্বারা চিন্তন করো বাবা আমাদের পিতাও, শিক্ষকও এবং গুরুও । তিনি নিজেই সব কিছু । তাই তো সবাই তাঁকেই স্মরণ করে । সত্যযুগে কেউ স্মরণ করে না। কেননা ২১ জন্মের জন্য বাবা পর পাড়ে পার করে দেন । এই সব স্মরণ করে বাচ্চাদের আনন্দিত থাকা উচিত। আমরা এমন বাবার সেবা করছি এই ভেবে খুশি থাকা উচিত । বাবার পরিচয় সকলকে দেওয়া উচিত। ইনি বেহদের বাবা । বাবা-ই স্বর্গের স্থাপনা করেন । বাবা-ই আমাদের সকলকে

সঙ্গে করে নিয়ে যান । এই রকম করে বোঝালে সর্বব্যাপী বলতে পারবে না । পিতা বলেছেন বিনাশ কালে বিপরীত বুদ্ধিই বিনষ্ট করে । ওরা সকলে শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু তোমরা বিজয় প্রাপ্ত করবে । তোমরা রাজধানীর স্থাপনা করছো । আত্মাদের পিতা আত্মাদের বসে বোঝাচ্ছেন । তাহলে এমন ওয়ান্ডারফুল কথা সকলকে শোনানো উচিত।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন এবং গুডমর্নিং। অলৌকিক পিতা আলৌকিক বাচ্চাদের জানায় নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) আমরা হলাম সুখদাতার সন্তান, আমাদের সকলকে সুখ দিতে হবে। মন, বচন বা কর্মের দ্বারা কাউকে দুঃখ দেবে না ।

২) এই পড়া এবং যিনি পড়াচ্ছেন দুই-ই ওয়ান্ডারফুল। এমন ওয়ান্ডারফুল পড়াশুনো কখনো মিস করা উচিত নয়। অ্যাবসেন্ট হওয়া যাবে না ।

বরদান :- সাথে থাকবো, এক সাথেই জীবন কাটাব ..... এই প্রতিজ্ঞার স্মৃতি দ্বারা কম্বাইন্ড হয়ে থাকা সহজযোগী ভব

তোমাদের, অর্থাৎ বাচ্চাদের প্রতিজ্ঞা এই যে এক সাথে থাকবো, এক সাথে জীবন নির্বাহ করবো এবং এক সাথেই ফিরে যাব, ...এই প্রতিজ্ঞাকে স্মৃতিতে রেখে যদি বাবা এবং তোমরা কম্বাইন্ড ভাবে থাকো তাহলে এই স্বরূপকে সহজ যোগী বলা হয়। যোগ লাগানো নয়, বরং কম্বাইন্ড অর্থাৎ এক সাথে থাকে। এইরকম সঙ্গে থাকা নিরন্তর যোগী, সর্বদা সহযোগী, উড়ন্ত কলায় যেতে সমর্থই ফরিস্তা স্বরূপ হয়ে যায় ।

স্লোগান :- প্রশ্ন চিহ্নের আঁকা-বাঁকা রাস্তায় না গিয়ে কল্যাণের বিন্দু (পূর্ণ বিরাম) লাগানোই কল্যাণকারী হওয়া ।